প্রথম আলো

তারিখ 25 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

তিন স্তরে জাতীয়করণ জানুয়ারি থেকে

মোশতাক আহমেদ ●

চলতি জুলাই মাস নয়, তিন স্তরে আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে দেশের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। প্রথম স্তরে এমপিওভুক্ত সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আগামী জানুয়ারি থেকে জাতীয়করণের জন্য অধিগ্রহণ করা হবে।

দ্বিতীয় স্তরে এমপিওবহির্ভূত স্থায়ী বা অস্থায়ী নিবন্ধনকৃত, স্থাপন ও পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত, কমিউনিটি ও সরকারের অর্থে এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোকে আগামী বছরের ১ জুলাই থেকে এবং সর্বশেষ স্তরে জাতীয়করণের যোগ্য অন্য বিদ্যালয়গুলোকে ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জাতীয়করণের জন্য অধিগ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণের পর এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আত্তীকরণ করা হবে।

এ রকম বিষয় রেখেই 'বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের রূপরেখা' চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ রূপরেখার আলোকে একটি সারসংক্ষেপ আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠাচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে সারসংক্ষেপের খসড়াও তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া রূপরেখার অনুকরণে শিক্ষকদের আত্তীকরণের জন্য বিধিমালার খসড়াও তৈরি করা হয়েছে।

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও রূপরেখা প্রণয়ন কমিটির প্রধান আবুল কালাম আজাদ গতকাল মঙ্গলবার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'রূপরেখাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে। এখন আমরা এটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর কাছে দেব। এর পরপরই পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হবে।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, জাতীয়করণের লক্ষ্যে মাঠপর্যায় থেকে বিদ্যালয়গুলোর তথ্য সংগ্রহের কাজও শেষ করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, জাতীয়করণের জন্য বিবেচনাযোগ্য বিভিন্ন শ্রেণীর মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৬ হাজার ২৮৪টি। এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক আছে এক লাখ পাঁচ হাজার ৩৪৫ জন। মোট বিদ্যালয়ের মধ্যে এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ২২ হাজার ৯৮১টি, স্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত ৩৮৮টি, অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত ৩৬১টি, পাঠদানের অনুমোদনপ্রাপ্ত ৭২০টি, এমপিওবহির্ভূত কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৫৩টি, এমপিওবহির্ভূত এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় ১৩০টি, স্থাপন ও অনুমোদনের সুপারিশপ্রাপ্ত ১৫১টি এবং শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ৯০০টি বিদ্যালয় রয়েছে। এ বিদ্যালয়গুলোকেই তিন স্তরে ভাগ করে জাতীয়করণ করা হবে।

রূপরেখা ও মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, এসব বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের সরকারি স্কেল অনুসারে বেতনভাতাদি পরিশোধের জন্য বছরে প্রয়োজন পড়বে এক হাজার ৩০৮ কোটি টাকা। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ আছে ৬৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়করণ করা হলে বছরে অতিরিক্ত খরচ পড়বে ৬৬৮টি কোটি টাকা। এ জন্য অর্থ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধাদি দেওয়ার পদ্ধতি বা ধাপ নির্ধারণ করা হবে।

প্রাথমিক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা প্রথমে বলেছিলেন, ঘোষণা দেরি হলেও নতুন অর্থবছর হিসেবে গত ১ জুলাই থেকে জাতীয়করণ কার্যকর করা হবে। কিন্তু পেছনের তারিখ দিয়ে এটা করতে গেলে নানা জটিলতার আশঙ্কায় এখন আগামী বছরের শুরু থেকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত হয়।

প্রাথমিক মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, আগামী সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ অথবা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষক সমাবেশের মাধ্যমে জাতীয়করণের ঘোষণা দেবেন।

সূত্রমতে, জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও আত্তীকরণের সুবিধার্থে 'দ্য প্রাইমারি স্কুলস (টেকিং ওভার) অ্যাক্ট ১৯৭৪' অনুযায়ী একটি বিধিমালা করা হচ্ছে। এ জন্য খসড়াও তৈরি করা হয়েছে।

শিক্ষকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে বেসরকারি নিবন্ধনকৃত ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত দেন। পরে মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রস্তুতি শুরু করে।